গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

তারিখ, ২৩ জুন ২০০৯

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

নং ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(জল)/০২/২০০৯-১৯১ দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্হাপনা নীতি, ২০০৯' প্রণয়ন করেছেন।

২. **প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞাঃ**

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধাণতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্হানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্হানীয় জলমহাল ব্যবস্হাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

(গ) জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উম্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উম্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না ।

৩. **সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহালঃ**

(ক) সমঝোতা স্মারকের (MOU) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্হাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্হাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্হাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এ সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/ রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের 'জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১' কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০ বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি দিবেন।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্হাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারেন সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/ দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নিবেন।

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দু'বছর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাংক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাংক্ষিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঙ) প্রকল্পভুক্ত কিংবা প্রকল্প বর্হিভূত কোন জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

৪. ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ

যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০(বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয়সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের (১৮-৩৫ বৎসর পর্যন্ত) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

৫. 'জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি' কর্তৃক ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

'জাল যার জলা তার' এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে ঃ

(১) নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরুপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা

কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

(২) নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহাল সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

(৪) (ক) ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিলসহ) তৈরি করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এর উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে এবং এর কম মূল্যে কোন সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩(তিন) বছরের ইজারামূল্য না পাওয়া যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহালসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির নিকট জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি একটি দৈনিক পত্রিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবেন। আবেদন আহ্বানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) এই নীতিতে উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/ র©পরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল যোগ্য হবে।

(ঙ) আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো

বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনপত্রের সংগে দাখিল করবেন এবং সাথে ৩(তিন) বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

(চ) স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী, সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

(ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারী তাঁর আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটির সভায় উপস্হাপন করবেন। জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। জলমহাল ব্যবস্হাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটি মাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সে সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

(ঞ) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্হা গ্রহণ করবেন।

(ট) কোন কারণে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্হাপনা করবেন।

(ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবেন। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্হাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্হা গ্রহণ করবেন।

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-ক) যার মূল্য হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এই অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/ ১২৬১) জমা করতে হবে।

(ঢ) লীজ গ্রহিতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

(৫) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত পাবে না।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরুপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

(ক)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(ঘ)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(ছ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(জ)	উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(ঝ)	বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য
(ঞ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(ট)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ণ)	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)	সদস্য - সচিব

সভাপতিসহ ন্যূনতম পাঁচ সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এই সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তাঁর অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যে জেলায় অধিক হবে সে জেলার উপরে উল্লিখিত সকলকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া রয়েছে তা পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

(৭) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

(৮) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করবেন।

(৯) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(১০) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে সিদ্ধান্তের ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ডের নিকট আপিল দায়ের করা যাবে এবং ভূমি আপিল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে মূল্যমানের জলমহালসমূহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকে তবে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবেন। ভূমি আপিল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(১১) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে 'জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১' নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।পরবর্তী বছর সমূহের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৬. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরুপ ঃ-

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহ্বায়ক
(খ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	সদস্য
(ছ)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(জ)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য

(ঞ)	অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ট)	স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঠ)	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	উপজেলা পর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সে উপজেলায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আহ্বায়কসহ ন্যূনতম ৫(পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

(২) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী ঃ

(ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এই নীতি অনুসারে ৫ নং ক্রমিকের (১),(২),(৩),(৪) ও (১১) এ বর্ণিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দিবেন।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি ৩(তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করবেন। কোন জলমহাল একাধিক উপজেলা সংশ্লিষ্ট হলে, বেশির ভাগ জলমহাল যে উপজেলায় অবস্থিত সে উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যে উপজেলা ও উপজেলাসমূহে অবস্থিত হবে সে সকল উপজেলা/উপজেলাসমূহের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসাবে সংযুক্ত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলির কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(ঘ) যে সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে, সেগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা;

(ঙ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;

(চ) জরিপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা(ছবি সহ);

(ছ) উপজেলার ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর **১৫ চৈত্রের** মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত পাবেন না।

(৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় কমিশনার ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

(৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করবেন।

৭. **উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ**

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ২০ একরের উর্দ্ধে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬(ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে ঃ-

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি ;

(গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;

(ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;

(ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অংগীকারনামা ;

(চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।

(২) 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটির সহায়তায় উল্লিখিত ৭(১)ক্রমিকের তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন দুই মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এরপরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এই নীতি,২০০৯ জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরুপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবেন। উক্ত টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল 'উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ইজারা প্রদানের জন্য এই নীতিতে উল্লিখিত ৭(১), ৭(২), ৭(৩) ও ৭(৪) ক্রমিকের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪(চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্হগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এই কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরুপ ঃ

(ক)	মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
(খ)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	উপ সচিব (প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা/ বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা-১/৪৬৩১/ ০০০০/১২৬১নং কোডে) জমা প্রদান করবেন। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলির ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোন অবস্হাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহালটির ব্যবস্হাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১(এক)টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই 'মা' মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

৮. আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ ''জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/ ১২৬১'' নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০ বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৯. ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩(তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহালসমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবেন। সে ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবেন।

১১. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

১২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপনন করতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবেন।

১৩. ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. এই নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোন সময় বৃদ্ধি করা যাবে না এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হবার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫. নিম্নবর্ণিত ২০(বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না ঃ-

(ক) গুচ্ছ গ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রায়ণ প্রকল্প/অনুরুপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;
(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ ;
(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;
(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান,পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ।

১৬. কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল (২০ একরের উর্দ্ধে বা ২০ একর পর্যন্ত) নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহ্বান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারন করে দিবেন এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করাবেনঃ

ক.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	আহ্বায়ক
খ.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
গ.	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
ঘ.	উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
ঙ.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় 'মা' মাছ নিধন করা যাবে না।

১৭. দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্ল্যাটফরমে ব্যবহার্য সফটওয়ার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরি ও সফটওয়ার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

১৮. (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃ ইজারার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৯. সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্যবিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

২০. জেলা প্রশাসনের তত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাল নাগাদ করা হবে।

২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২২. যে সকল জলমহালসমসূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের উর্দ্ধের সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৩. সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

২৪. সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন এবং এরুপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

২৫. মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে 'সংরক্ষিত' (Reserved) জলমহাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্হা করবেন।

২৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রুপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭. বদ্ধ বা উম্মুক্ত, কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৮. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্হাপনা করবেন যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়। এইরুপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত তিন বছরের ইজারার গড় মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২৯. উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্হানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্হান নির্বাচন করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরুপ স্হান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন-মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উম্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং ''মা'' মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্হাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সংগতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এই হার নির্ধারণ/পুণঃনির্ধারণ করবেন।

৩০. জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেন না। এই কাজে স্হানীয় প্রশাসন, স্হানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/নিবন্ধিত এনজিও/জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৩১. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ও ভ্যাট প্রদান করবেন।

৩২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ এর আলোকে ইজারাধীন যে সব জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি সেসব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কিনা তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কিনা, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কিনা এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লীজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৩. সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে ঃ

মাননীয় ভূমিমন্ত্রী	সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন ।

৩৪. জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩৫. এই নীতিতে যাই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সচিব।